"নিশ্চিত করি শোভন কর্মপরিবেশ,
গড়ে তুলি স্মার্ট বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
(প্রশাসন অধিশাখা)
১৯৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি,
বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
www.dife.gov.bd

বিষয় : ২০২৩-২৪ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: জনাব সাইফ উদ্দিন আহমেদ মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	: ১৩-১২-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময়	: সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	: প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-১৩)
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর, আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১।	APA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত।	ক) সভাপতি APA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, উপমহাপরিদর্শগণকে এপিএ চুক্তি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন তবে সর্বোপরি অর্জন সন্তোষজনক নয়। তিনি আরও জানান দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ প্রদান, শিশুশ্রম নিরসন, অভিযোগ, কমপ্লাইয়ান্স ইত্যাদি সূচকে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয় তুলনামুলকভাবে পিছিয়ে আছে। চট্টগ্রাম, বরিশাল, বগুড়া, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, নরসিংদী, সিলেট, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কার্যালয়সমুহ একটি করে সূচকে পিছিয়ে আছে। এছাড়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও জামালপুর কার্যালয় ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করেনি। এপিএএমএস সফটওয়্যারে সমস্যার কারণে জামালপুর কার্যালয় দাখিল করতে পারেনি। অন্য তিনটি কার্যালয় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী সফটওয়্যারে দাখিলের ব্যাপারে আমলে নেননি। এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা আরও বলেন যে, কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণের প্রমাণকের ক্ষেত্রে কিভাবে কমপ্লায়েন্স ঘোষণা করা হয় এবং কবে কমপ্লায়েন্স ঘোষণা করা এই তারিখটি পাওয়া যায়না। এক্ষেত্রে কোনো গাইডলাইন না থাকায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সভাপতি শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী কার্যালয়সমূহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ যেসব	ক) শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকারী কার্যালয়সমূহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হ'ল। খ) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ যেসব কার্যালয় এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি তাদেরকে সতর্কসহ পরবর্তী সভার পূর্বেই সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনপূর্বক তথ্য এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। গ) জনাব শিউলি আকতার (উপমহাপরিদর্শক, সেইফটি শাখা)-কে কারখানার কমপ্লায়েন্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গাইডলাইন প্রস্তুতপূর্বক পরবর্তী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। জনাব শিউলি আকতার (উপমহাপরিদর্শক, সেইফটি শাখা) ৩। জনাব মনোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		কার্যালয় এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি তাদেরকে সতর্কসহ পরবর্তী সভার পূর্বেই সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হবার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া কারখানার কমপ্লায়েন্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করার জন্য জনাব শিউলি আকতার (উপমহাপরিদর্শক, সেইফটি শাখা)-কে নির্দেশনাপূর্বক পরবর্তী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপনের অনুরোধ করেন।		
২।	SDG বিষয়ক কার্যক্রম	সভাপতি SDG বিষয়ক কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে জনাব মনোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, গত নভেম্বর মাসে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর, নরসিংদী, খুলনা, সিলেট, নওগাঁ, জামালপুর, রাঙ্গামাটি, মানিকগঞ্জ কার্যালয় এসডিজি সভা করে কার্যবিবরণী প্রেরণ করেনি এবং গত নভেম্বর মাসে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, পাবনা, রাঙ্গামাটি, মানিকগঞ্জ কার্যালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়নি। সভাপতি উল্লিখিত কার্যালয়সমূহকে যথাযথভাবে এসডিজি সভা করে কার্যবিবরণী প্রেরণ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, দিনাজপুর, নরসিংদী, খুলনা, সিলেট, নওগাঁ, জামালপুর, রাঙ্গামাটি, মানিকগঞ্জ কার্যালয় এসডিজি সভা করে কার্যবিবরণী প্রেরণ যথাযথভাবে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, পাবনা, রাঙ্গামাটি, মানিকগঞ্জ কার্যালয়ের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও হিসাব উপশাখা) ২। জনাব মনোয়ার হোসেন পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা
৩।	অভিযোগ (ম্যানুয়ালি, লিমা হেল্পলাইনে-১৬৩৫৭ এবং অন্যান্য মাধ্যম)	সভাপতি অভিযোগ (ম্যানুয়ালি, লিমা হেল্পলাইনে-১৬৩৫৭ এবং অন্যান্য মাধ্যম) গ্রহণ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, **গত ২১ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি: বিকাল ৩:১৫ ঘটিকায়** যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য করনীয় নির্ধারণে গঠিত কমিটির সভা যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ অধিশাখা) এর কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া গত ১৩ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ৩১ কার্যালয়কে ম্যানুয়ালী এবং অনলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ আব্যশিকভাবে লিমা সফটওয়্যারে ইনপুট, অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আব্যশ্যিকভাবে লিমা সফটওয়্যারের অভিযোগ শীট আপডেট করা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বিদ্যমান লিমার অভিযোগ নিষ্পত্তির ফরমে অভিযোগ নিষ্পত্তির জেরের ঘর না থাকায় পূর্ণাঙ্গ তথ্য পেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উপমহাপরিদর্শক, ঢাকা সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আঞ্চলিক অফিসের অভিযোগসমূহের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত হওয়ায় অধিকাংশ আঞ্চলিক পর্যায়ের অভিযোগসমূহ ঢাকায় প্রেরণ করা হয় ফলে তা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।	ক) উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)-কে লিমার অভিযোগ নিষ্পত্তির ফরম্যাটে জেরের ঘর তৈরিপূর্বক তা আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) অভিযোগকারীর প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অবস্থিত হলেও ঢাকার বাইরের কার্যালয়ের অভিযোগসমূহ স্ব স্ব কার্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণকে নিষ্পত্তি করতে হবে। গ) অভিযোগ নিষ্পত্তির হার শতভাগ অর্জন করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		ঢাকার বাইরের কার্যালয়ের অভিযোগসমূহ স্ব স্ব কার্যালয় হতে নিষ্পত্তির জন্য সভাপতির মাধ্যমে তিনি উপমহাপরিদর্শকগণকে অনুরোধ করেন। সভাপতি অভিযোগ নিষ্পত্তির হার শতভাগ অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন এবং লিমার অভিযোগ নিষ্পত্তির ফরম্যাটে জেরের ঘর তৈরিপূর্বক তা আপলোডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নতুন করে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া অভিযোগকারীর প্রধান কার্যালয় ঢাকাতে অভিযোগ নিষ্পত্তির নিমিত্ত প্রেরণ না করে ঢাকার বাইরের কার্যালয়ের অভিযোগসমূহ স্ব স্ব কার্যালয় হতে নিষ্পত্তির জন্য সভাপতি উপমহাপরিদর্শকগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৪।	আউটসোর্সিং লাইসেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রম	ক) সভাপতি আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিদর্শকের মাধ্যমে উপমহাপরিদর্শকের সুপারিশসহ প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। খ) সভাপতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আউটসোর্সিং লাইসেন্সের তথ্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। গ) সভাপতি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা-এর পরিদর্শকদের কর্মএলাকা বন্টনের জন্য উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) আউটসোর্সিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিদর্শকের মাধ্যমে উপমহাপরিদর্শকের সুপারিশসহ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খ) উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)-কে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আউটসোর্সিং লাইসেন্সের তথ্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। গ) উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ)-কে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা-এর পরিদর্শকদের কর্মএলাকা বণ্টনের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নির্দেশনা প্রদান করেন।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ২। উপমহাপরিদর্শক (সাধারণ) ৩। উপমহাপরিদর্শক (৩১টি কার্যালয়)
৫।	ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স ডিজিটাইজেশন	সভাপতি ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স ডিজিটাইজেশন-এর অগ্রগতি জানতে চাইলে ইনোভেশন টিমের সদস্য সচিব জানান যে, সফটওয়্যারটি বিসিসি-এর সার্ভারে হোস্টিং এর কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও, সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং এর জন্য ভেন্ডর এর কাছ থেকে সোর্স কোড, ইউজার ম্যানুয়াল, টেস্ট কেস রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। ভেন্ডর থেকে সোর্স কোড পাওয়া মাত্র বিসিসি-তে টেস্টিং এর জন্য প্রেরণ করা হবে। সভাপতি ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স ডিজিটাইজেশন-এর অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের	ঠিকাদারী সংস্থার লাইসেন্স ডিজিটাইজেশন-এর অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ২। ইনোভেশন টিমের সদস্য সচিব

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৬।</td><td>LIMA সংক্রান্ত কার্যক্রম</td><td>সভাপতি LIMA সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, নভেম্বর/২০২৩ মাসে লিমার মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ :
<table>
<tr><th>কার্যক্রম</th><th>লিমা</th><th>ম্যানুয়ালি</th><th>মোট</th><th>লিমার মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রমের হার</th></tr>
<tr><td>নতুন লাইসেন্স প্রদান</td><td>৪৯৮</td><td>১২০</td><td>৬১৮</td><td>৮১%</td></tr>
<tr><td>লাইসেন্স নবায়ন</td><td>৯৮৭</td><td>৬০৭</td><td>১৫৯৪</td><td>৬২%</td></tr>
<tr><td>শ্রম পরিদর্শন</td><td>৩০৫০</td><td>১২৫১</td><td>৪৩০১</td><td>৭১%</td></tr>
</table>
সভাপতি নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম শতভাগ লিমার মাধ্যমে সম্পাদনের জন্য সকল উপমহাপরিদর্শককে নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>নতুন লাইসেন্স, লাইসেন্স নবায়ন ও পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম শতভাগ লিমার মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।</td><td>১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা)
২। উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি)
৩। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)
৪ উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা)
৪। LIMA সাপোর্ট টিম</td></tr>
<tr><td>৭।</td><td>Industrial safety unit (ISU)</td><td>ক) সভাপতি Industrial safety unit (ISU)-এর অগ্রগতি জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (সেইফটি) সভাকে অবহিত করেন যে, EU Action Plan অনুযায়ী Category-2, (375টি কারখানা) এবং Category-3, (240টি কারখানা) পরিদর্শনের জন্য ISU-এর উপমহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে টিম গঠন করা হয়েছে এবং পরিদর্শনের জন্য যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা সম্মিলিত চিঠি অত্র দপ্তর হতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। যানবাহনের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি, যে সকল কারখানার ccvv (Cap Closing Verification Visit) সম্পন্ন হয়েছিল তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে Cap Completion Certificate প্রদান করা হচ্ছে। যেহেতু, পূর্ববর্তী সংস্কারমূলক কাজের তদারকি ILO- অর্থায়নে সম্পন্ন হত, বর্তমানে সেই অর্থায়ন আপতত স্থগিত থাকায়, সংস্কারমূলক কাজের অগ্রগতি তদারকি করা যথাযথভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। এছাড়া তিনি আরও জানান যে, গত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে রেড বিল্ডিংয়ের কারখানায়, হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট জেলার উপমহাপরিদর্শক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করেননি।</td><td>ক) EU Action Plan অনুযায়ী Category-2, (375টি কারখানা) এবং Category-3, (240টি কারখানা) পরিদর্শনের জন্য ISU-এর উপমহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে গঠিত টিম কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম চালুপূর্বক পরবর্তী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করবেন।
খ) রেড বিল্ডিংয়ের কারখানায়, হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে) সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের উপমহাপরিদর্শক প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন এবং ISU-এর উপমহাপরিদর্শক পরবর্তী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন</td><td>১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি)
২। সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণ
৩। উপমহাপরির্শক (ISU)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>করবেন।</td><td></td></tr>
<tr><td>৮।</td><td>কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিষয়ক কার্যক্রম</td><td>কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।</td><td>কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক যে গাইডলাইনটি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে তার জন্য পুনরায় মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।</td><td>যুগ্মমহাপরিদর্শক (সেইফটি অধিশাখা)</td></tr>
<tr><td>৯।</td><td>ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম</td><td>সভাপতি ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম-এর অগ্রগতি জানতে চাইলে জনাব সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক সভাকে অবহিত করেন যে, ডি-নথিতে ১০০% নিষ্পন্নকারী উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহঃ
<table>
<tr><th>জেলা অফিস</th><th colspan="3">নোটে নিষ্পন্ন</th><th colspan="3">পত্রজারিতে নিষ্পন্ন</th></tr>
<tr><th></th><th>ম্যানুয়্যাল</th><th>ডি-নথি</th><th>মোট</th><th>ম্যানুয়্যাল</th><th>ডি-নথি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>রাঙামাটি</td><td>০</td><td>১২</td><td>১০০%</td><td>০</td><td>৮</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>ফরিদপুর</td><td>১০</td><td>১৪</td><td>৫৮%</td><td>০</td><td>১২</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>টাঙ্গাইল</td><td>০</td><td>৯৫</td><td>১০০%</td><td>০</td><td>৪২</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>ময়মনসিংহ</td><td>০</td><td>৭৬</td><td>১০০%</td><td>০</td><td>৭৭</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>দিনাজপুর</td><td>০</td><td>১০</td><td>১০০%</td><td>১</td><td>১১</td><td>৯২%</td></tr>
<tr><td>মৌলভীবাজার</td><td>০</td><td>০</td><td>-</td><td>০</td><td>৫১</td><td>১০০%</td></tr>
<tr><td>সিলেট</td><td>৭৮</td><td>৩৩</td><td>৩০%</td><td>০</td><td>৮</td><td>১০০%</td></tr>
</table>
উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ-রাঙামাটি, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার-এর ডি নথিতে নোট নিষ্পন্ন ও পত্রজারিতে শতভাগ (১০০%) লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ফরিদপুর ও সিলেট নোট নিষ্পন্নে যথাক্রমে ৫৮% এবং ৩০% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়- দিনাজপুর এর পত্রজারিতে ৯২% লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

ডি-নথিতে (৭৫-৯৯)% নিষ্পন্নকারী উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহঃ
<table>
<tr><th>জেলা অফিস</th><th colspan="3">নোটে নিষ্পন্ন</th><th colspan="3">পত্রজারিতে নিষ্পন্ন</th></tr>
<tr><th></th><th>ম্যানুয়্যাল</th><th>ডি-নথি</th><th>মোট</th><th>ম্যানুয়্যাল</th><th>ডি-নথি</th><th>মোট</th></tr>
</table></td><td>উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের দাপ্তরিক ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে এবং যেসকল কার্যালয় নোটে নিষ্পন্ন ও পত্রজারিতে নিষ্পন্নতে ৫০% নিচে রয়েছে তাদেরকে আগামী সভার পূর্বেই ৮৫% উপরে কার্য সম্পাদন করতে হবে।</td><td>উপমহাপরিদর্শক (৩১টি কার্যালয়)</td></tr>
</table>

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫

কুষ্টিয়া	৪	১৬৩	৯৮%	২	৭২	৯৭%
গোপালগঞ্জ	৩	৪৬	৯৪%	৩	৪৪	৯৪%
জামালপুর	২	৩৩	৯৪%	২	৩২	৯৪%
ফেনী	৬	৭৭	৯৩%	৬	১০	৬৩%
রাজশাহী	২৪	১৮৪	৮৮%	২৪	২০২	৮৯%
যশোর	১২	৬২	৮৪%	১২	৫৯	৮৩%
সিরাজগঞ্জ	৩২	১৪৯	৮২%	১২	৫১	৮১%
ঢাকা	৩	১০	৭৭%	২	১১৯	৯৮%
নওগাঁ	২	৬	৭৫%	২	১১	৮৫%
নারায়ণগঞ্জ	৫	১৫	৭৫%	৫	৫	৫০%

ডি-নথিতে (**৫০-৭৪**)% নিষ্পন্নকারী উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহঃ

জেলা অফিস	নোটে নিষ্পন্ন			পত্রজারিতে নিষ্পন্ন		
	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	মোট	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	মোট
মুন্সিগঞ্জ	১৭	৪৫	৭৩%	১৪	১৭	৫৫%
পাবনা	৫	১০	৬৭%	৫	১০	৬৭%
গাজীপুর	৪৫	৮৫	৬৫%	৪৫	৮৬	৬৬%
নরসিংদী	৮	১৫	৬৫%	৮	১৫	৬৫%
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	৪	৫	৫৬%	৪	৫	৫৬%
বগুড়া	১০	১৬	৬২%	১০	১০	৫০%
কক্সবাজার	১০	১০	৫০%	১০	১০	৫০%

ডি-নথিতে (**০-৪৯**)% নিষ্পন্নকারী উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহঃ

জেলা অফিস	নোটে নিষ্পন্ন			পত্রজারিতে নিষ্পন্ন		
	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	মোট	ম্যানুয়াল	ডি-নথি	মোট
কুমিল্লা	৪০	৩৭	৪৮%	৩০	১	৩%
খুলনা	১৩	১০	৪৩%	১৩	৭	৩৫%
চট্টগ্রাম	৩০	১১	২৭%	২৫	১৮	৩৪%
মানিকগঞ্জ	১২	৩	২০%	৭	৩	৩০%

<table>
<tr><th>ক্র. নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>০১</td><td>০২</td><td>০৩</td><td>০৪</td><td>০৫</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>কিশোরগঞ্জ</td><td>১১৬</td><td>২৮</td><td>১৯%</td><td>১১৬</td><td>৩</td><td>৩%</td></tr>
<tr><td>রংপুর</td><td>১৪৫</td><td>৪</td><td>৩%</td><td>২৮৮</td><td>৪</td><td>১%</td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>২৩</td><td>০</td><td>০%</td><td>২৩</td><td>৪</td><td>১৫%</td></tr>
</table>

সভাপতি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহের দাপ্তরিক ডি-নথি বিষয়ক কার্যক্রম শতভাগ অর্জন নিশ্চিত এবং যেসকল কার্যালয় নোটে নিষ্পন্ন ও পত্রজারিতে নিষ্পন্নতে ৫০% নিচে রয়েছে তারা যেন আগামী সভার পূর্বেই ৮৫% উপরে কার্য সম্পাদন করেন সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১০।</td><td>শিশুশ্রম নিরসন</td><td>
ক) সভাপতি শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থবছর নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত শিশুশ্রম নিরসনকৃত তথ্য নিম্নরূপ :
<table>
<tr><th>APA লক্ষ্যমাত্রা</th><th>৩১ কার্যালয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা</th><th>০৫ মাসের লক্ষ্যমাত্রা</th><th>০৫ মাস পর্যন্ত অর্জন</th><th>লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনের হার</th></tr>
<tr><td>৩৪৬০</td><td>৩৭০০</td><td>১৪৪২</td><td>১৩০৬</td><td>৯০%</td></tr>
</table>

এছাড়া নভেম্বর/২৩ মাসে নিরসনকৃত শিশুর সংখ্যা ২০৯ জন। উল্লেখ্য, নভেম্বর/২৩ মাসে নিরসনকৃত শিশুর সংখ্যা শূন্য (০) প্রতিবেদন দিয়েছে ঢাকা, সিলেট, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও জামালপুর।

অধিকিন্তু গত ০৫ (পাঁচ) মাসের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ৫০% এর নিচে অর্জিত হয়েছে; উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় নারায়ণগঞ্জ (৪৮%) ও সিলেট (২২%)

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় গাজীপুর, রাজশাহী, বরিশাল, টাঙ্গাইল, রংপুর, খুলনা, কুমিল্লা, দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, পাবনা, নওগাঁ, কক্সবাজার, ফেনী, মানিকগঞ্জ, জামালপুর ও গোপালগঞ্জ গত ০৫ (পাঁচ) মাসের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিত হয়েছে।

উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, নরসিংদী, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, যশোর, মুন্সিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বগুড়া, রাঙ্গামাটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ীয় গত ০৫ (পাঁচ) মাসের শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জিন করতে পারেনি।

সামগ্রিকভাবে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়সমূহ গত পাঁচ মাসে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা ৩৪৬০ জনের মধ্যে নভেম্বর/২৩ পর্যন্ত ১৩০৬ জন শিশুকে শ্রম হতে নিরসন করতে পেরেছেন
</td><td>ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত শতভাগ অর্জন নিশ্চিতের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং শ্রম হতে নিসরনকৃত শিশুর সংখ্যাগত তথ্য (মোবাইল নাম্বারসহ) ৩১টি কার্যালয় হতে সংগ্রহ করতে হবে এবং শ্রম হতে নিসরনকৃত যেসকল শিশুর মোবাইল নম্বর আছে কেবল সেকল শিশুর তথ্য যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)-কে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>যুগ্মমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)</td></tr>
</table>

ম

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		যা লক্ষ্যমাত্রা ১৪৪২ থেকে ১০% কম এবং দপ্তরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৭০০ (১৫৪২) থেকে ১৫% কম। বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রম হতে নিরসন নিরসনকৃত শিশুর মোবাইল নম্বরে নিয়মিত যোগাযোগ করা হয়। সভাপতি ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত শতভাগ অর্জন নিশ্চিতের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।		
১১।	শুদ্ধাচার	সভাপতি শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতি জানতে চাইলে শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম জানান যে, ২০২৩-২৪ এর প্রথম কোয়ার্টারের অগ্রগতি প্রতিবেদন ৩১টি জেলা কার্যালয় ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য শাখায় প্রেরণ করেছে এবং নিজেদের ওয়েব সাইটে আপলোড করেছে। সভাপতি প্রমাণক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০২৩-২৪ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১২।	মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম	সভাপতি মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) বলেন, ২৪/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখের ৪০.০১.০০০০.১০১.১৮.০০১.২১.৪৯ নং স্মারকে গঠিত প্রধান কার্যালয়ের ১০টি মনিটরিং টিমের মধ্যে ১০টি টিম (জানুয়ারী-ডিসেম্বর/২০২৩) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৩০টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে এবং ২৯টি পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এছাড়া জেলা কার্যালয়সমূহ কর্তৃক পূর্বে সম্পাদিত মনিটরিং প্রতিবেদন পরবর্তী টিমের জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। অধিকিন্তু কার্যকর মনিটরিং পরিদর্শনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ে ৫টি অধিশাখা হতে মোট ১০টি মনিটরিং টিম গঠনের উদ্দেশ্যে ২৪/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখে ৪০.০১.০০০০.১০১.১৮.০০১.২১.৪৯ নং স্মারকে অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে। বর্তমানে মনিটরিং টিমসমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মনিটরিং টিমসমূহের দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদনে লিমার মাধ্যমে নতুন লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স নবায়ন, লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন, পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্ল্যান অনুমোদন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছেন। এছাড়া জেলা কার্যালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বাজেট বিষয়াদি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হচ্ছে। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) মনিটরিং টিম-এর কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে ও যথাসময়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। খ) পূর্বে সম্পাদিত মনিটরিং প্রতিবেদন সঠিকভাবে পরবর্তী টিমের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) ২। মনিটরিং টিমের সদস্যবৃন্দ
১৩।	ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির কার্যক্রম	সভাপতি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটির কার্যক্রম জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) বলেন, আঞ্চলিক ও জেলা শ্রম ক্রাসিসিস প্রতিরোধ কমিটির কার্যক্রম জোরদার করার জন্য গত ১৩ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি	উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রতি তিন মাসে একটি সভা আহবান করতে হবে। সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত	১। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		তারিখে (৩১ কার্যালয়) উপমহাপরিদর্শগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উপমহাপরিদর্শকগণকে প্রতি তিন মাসে একটি সভা আহবান করার জন্য গত ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি: তারিখে (৩১ কার্যালয়) উপমহাপরিদর্শগণকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সভাপতিত্বে আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটির (**অক্টোবর/২৩ থেকে ডিসেম্বর/২৩**) সভা উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া জেলা শ্রম ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটির সভা (**অক্টোবর/২৩ থেকে ডিসেম্বর/২৩**) উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় যশোর, সিরাজগঞ্জে, মৌলভীবাজার, টাঙ্গাইল এবং মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় যশোর, সিরাজগঞ্জ, মৌলভীবাজার, টাঙ্গাইল এবং মুন্সিগঞ্জ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করেছে। খ) গত ০৫ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি: এবং ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি: তারিখে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সভাপতিত্বে সকল উপমহাপরিদর্শকের (৩১ জেলা) অংশগ্রহণে প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষে ক্রাইসিস কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সংযুক্তিমতে উপস্থাপন করা হলো। সভাপতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। জেলা প্রশাসকের সমন্বয় সভায় ক্রাইসিস সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করতে হবে।	২। উপমহাপরিদর্শক (সকল)
১৪।	ইপিজেড এবং এসইপিজেড পরিদর্শন	সভাপতি ইপিজেড এবং এসইপিজেড পরিদর্শন কার্যক্রম জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা) বলেন, জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ইপিজেড এবং এস-ইপিজেড পরিদর্শন প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী অক্টোবর, ২০২৩ খ্রি: মাসে উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে ০২টি নন-আরএমজি এবং উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ থেকে ০১টি নন-আরএমজি কারখানা পরিদর্শন করা হয় এবং নভেম্বর, ২০২৩ খ্রি: উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, খুলনা থেকে মংলা ইপিজেড এর নন-আরএমজি ০২টি কারখানা। সভাপতি যেসকল কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে ইপিজেড এবং এসইপিজেড রয়েছে তাদেরকে প্রতিমাসে অন্তত ০২ (দুইটি) করে পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন এবং তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	যেসকল কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রে ইপিজেড এবং এসইপিজেড রয়েছে তাদেরকে প্রতিমাসে অন্তত ০২ (দুইটি) করে পরিদর্শন করে তার প্রতিবেদন এবং তথ্য প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা) ২। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)
১৫।	বিডার সমন্বিত পরিদর্শন পরবর্তী ১ম পর্যায়ে ৫২০৬টি কারখানার CAP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য	সভাপতি বিডার সমন্বিত পরিদর্শন পরবর্তী ১ম পর্যায়ে ৫২০৬টি কারখানার CAP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, ১ম পর্যায়ে ৫২০৬টি কারখানা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫% বা এর নিচে নম্বর প্রাপ্ত ২১টি কারখানাকে ৯০ দিন সময় দেয়া হয়েছে এবং ২৫% এর উর্দ্ধে কিন্তু ৫০% এর নিম্নে নম্বর প্রাপ্ত ৮৫টি কারখানাকে ১৮০ দিন সময় দেয়া	ক) ৫০-১০০% এর মধ্যে যে যেসকল কারখানা রয়েছে তাদের ক্যাপ বাস্তবায়নের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক টিমের সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের (এরিয়া) পরিদর্শকের মাধ্যমে	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		হয়েছে। বাকি সকল কারখানাকে ৩৬৫ দিন সময় দেয়া হয়েছে। উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ২৫% বা এর নিচে নম্বর প্রাপ্ত ২১টি কারখানা ও ৫০% এর নিচে নম্বরপ্রাপ্ত ৮৫টি কারখানাকে ক্যাপ ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং হার্ডকপিতে রিসিভিং গ্রহণ করা হয়েছে। বাকি ৫১০০টি কারখানার ক্যাপ সকল কারখানাতে ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া এসকল কারখানা পরিদর্শনের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। মনিটরিং টিম গত ১০/১২/২০২৩ তারিখে পরিদর্শন কার্যক্রম শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন যে, ৫০-১০০% এর মধ্যে যে যেসকল কারখানা রয়েছে তাদের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় কর্তৃক সঠিকভাবে করা হচ্ছে না। যদিও ৫০-১০০% নম্বরপ্রাপ্ত কারখানাসমূহের ক্যাপ বাস্তবায়নের সময়সীমা ৩১ মে ২০২৪ তারিখে শেষ হবে সেক্ষেত্রে টিমের সদস্য সচিব এবং সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের (এরিয়া) পরিদর্শকের মাধ্যমে তদারকি করার জন্য অনুরোধ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল। উল্লেখ্য, ০৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হবার পর ৫০% এর উর্ধ্বে কারখানার ক্যাপ বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী অগ্রগতির প্রতিবেদন চাওয়া হবে। এছাড়া ৫০% এর নিচে যাদের অগ্রগতি সেসকল কারখানার ক্যাপ শতভাগ বাস্তবায়ন করতে হবে যেন ০১ (এক) বছর পর ডাইফ কর্তৃক প্রদানকৃত ক্যাপের শতভাগ অর্জন প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়। এক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত তিনি নিজ নিজ কার্যালয়ের সমন্বয় সভায় প্রতিমাসে বিডার সমন্বিত পরিদর্শন পরবর্তী ১ম পর্যায়ে ৫২০৬টি কারখানার CAP বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল উপমহাপরিদর্শকগণকে অনুরোধ করেন। সভাপতি যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা)-এর প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন এবং উল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সঠিকভাবে করতে হবে। খ) ২৫%, ৫০% এবং ১০০% এর নিচে নম্বরপ্রাপ্ত কারখানার ক্ষেত্রে ডাইফ কর্তৃক প্রদানকৃত ক্যাপ বাস্তবায়নের তদারকি শতভাগ অর্জন না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে। গ) পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল উপমহাপরিদর্শকগণকে নিজ নিজ কার্যালয়ের সমন্বয় সভায় প্রতিমাসে বিডার সমন্বিত পরিদর্শন পরবর্তী ১ম পর্যায়ে ৫২০৬টি কারখানার CAP বাস্তবায়ন কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।	(মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)
১৬।	বিডার ২য় পর্যায়ের সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম	সভাপতি বিডার ২য় পর্যায়ের সমন্বিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম বিষয়ে জানতে চাইলে যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) সভাকে অবহিত করেন যে, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির ২য় সভায় বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমন্বিত কলকারখানা পরিদর্শন কার্যক্রমের ২য় পর্যায়ে ১০,০০০ টি শিল্প-কলকারখানা পরিদর্শনসহ চলমান পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ২য় পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা বাজেট অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া গিয়েছে। এই বাজেটে ১০৮ টি টিম কর্তৃক ৫০০০ টি কারখানা পরিদর্শন	পরবর্তী নির্দেশনার আলোকে পরিদর্শনকৃত কারখানার ক্যাপ প্রদান করতে হবে।	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		সম্ভব হতে পারে। সেজন্য সমন্বিত পরিদর্শন কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিদর্শন কার্যক্রমের প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত মনিটরিং কমিটির ১৯ মার্চ, ২০২৩ খ্রিঃ সভায় ৫০০০ টি কারখানা পরিদর্শন করা হবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২৭ মার্চ ২০২৩ তারিখে পুর্ণগঠিত ১০৮ টি টিমের প্রজ্ঞাপন হয় এবং ১০/০৬/২০২৩ তারিখে সদস্য সচিবগণ ৫০০১ টি কারখানা পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন এবং www.ciams.org এ ৫০০১ টি কারখানার পরিদর্শন তথ্য ইনপুট দিয়েছেন। ক্যাপ প্রদানের নির্দেশনা আসলে ক্যাপ প্রদান করা হবে। সভাপতি পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।		
১৭।	মামলা সংক্রান্ত তথ্য ও মামলার তথ্য ইনপুট	সভাপতি আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা অর্থাৎ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর পক্ষে এবং বিপক্ষে শ্রম আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা যেমন-শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে কয়টি, হাইকোর্ট বিভাগে কয়টি, লিভ টু আপিল, রিভিউ তে কয়টি মামলা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, আপিলেট ট্রাইব্যুনালে কয়টি মামলা আছে এবং তার মধ্যে কনটেম্পট অব কোর্ট মামলা আছে কিনা তা ও মামলার তথ্য ইনপুট ছক আকারে সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা অর্থাৎ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর পক্ষে এবং বিপক্ষে শ্রম আদালত ভিত্তিক মামলার সংখ্যা যেমন-শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে কয়টি, হাইকোর্ট বিভাগে কয়টি, লিভ টু আপিল, রিভিউ তে কয়টি মামলা, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, আপিলেট ট্রাইব্যুনালে কয়টি মামলা আছে এবং তার মধ্যে কনটেম্পট অব কোর্ট মামলা আছে কিনা, তা এবং মামলার তথ্য ইনপুট ছক আকারে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	জনাব মোঃ তাওহীদুল হক ভূঁইয়া আইন কর্মকর্তা
১৮।	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত	**সভাপতি** অডিট আপত্তি সংক্রান্ত অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাইলে উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও হিসাব শাখা) সভায় জানান যে, অডিট আপত্তির সংখ্যাঃ মোট-৪৬ টি (SFI: ২২ টি ও Non-SFI: ২৪ টি), জড়িত টাকার পরিমাণঃ ১৩,৩০,৬৪,৩৩১/- টাকা। প্রধান কার্যালয়-২১ টি (SFI- ০৪ টি, Non-SFI-১৭ টি), RCC প্রকল্প- SFI-০২ টি, NOSHTRI প্রকল্প-০৮ টি (SFI- ০৫ টি, Non-SFI-০৩ টি), ঢাকা-০৯ টি (SFI- ০৫ টি, Non-SFI-০৪ টি), চট্টগ্রাম- SFI-০১ টি, গাজীপুর- SFI-০১ টি ,বগুড়া- SFI-০২টি, খুলনা- SFI-০২টি। নভেম্বর/২৩ মাসে প্রধান কার্যালয়ের ০১ টি SFI অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে (জড়িত টাকার পরিমাণ ৬,১০,০১০/- টাকা) । নভেম্বর/২৩ মাসে প্রধান কার্যালয়ের ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ০৬ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রমাণকসহ ব্রডশীট জবাব সামাজিক নিরাপত্তা অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ	ক) অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে। খ) আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম ও বিধি পালনপূর্বক অডিট আপত্তি রয়েছে এমন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে, অডিট আপত্তি আছে এমন ব্যক্তিদের নামে প্রয়োজনে সরকারি দাবি	১। যুগ্মমহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা অধিশাখা) ২। উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও হিসাব শাখা)

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
		করা হয়েছে (স্মারক-৪০.০১.০০০০.১০১.০১.০০১.১৭.১৯৪, তারিখঃ ০৭-১১-২০২৩)। ১৯৭১ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত অডিট আপত্তির মধ্যে অক্টোবর/২৩ মাস পর্যন্ত মোট ০৮ জন কর্মকর্তার নিকট হতে ৬০,২২০/৪২ টাকা আদায় করা হয়েছে এবং উক্ত অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১৯৭১ হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত ১২ টি অডিট আপত্তির তথ্য সর্বশেষ অগ্রগতিসহ গত ১৭-০৮-২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। Audit Management and Monitoring System 2.0 (AMMS-2.0) ওয়েব সফটওয়্যার ব্যবহারের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। বর্তমানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের খুলনা, রাজশাহী, বগুড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর কার্যালয় এবং প্রধান কার্যালয়সহ মোট ০৭টি কার্যালয় হতে Audit Management and Monitoring System 2.0 (AMMS-2.0) ওয়েব সফটওয়্যারের মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণের জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে। 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' শীর্ষক প্রকল্প এর অডিট আপত্তিসমূহের ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য বর্তমান প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে পত্র প্রদান করা হলেও কোনো জবাব পাওয়া যায় নি এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে উত্থাপিত উক্ত ০৮টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব অদ্যবধি প্রেরণ করা হয়নি। সভাপতি উপমহাপরিদর্শক (অর্থ ও হিসাব শাখা)-কে অডিট নিষ্পন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার এবং পরবর্তী সভায় অগ্রগতি উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	আদায় আইনের আওতায় বিধিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
১৯।	বিবিধ	আলোচ্য বিষয় অন্তর্ভুক্তি: পরবর্তী সভার কার্যপত্রের আলোচ্যসূচিতে নতুন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভা অনুষ্ঠিতের অন্তত ০৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে সভাপতি বরাবর সে বিষয়ে লিখিত প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।	নতুন কোন আলোচ্য বিষয়ের প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। প্রস্তাব পাওয়া সাপেক্ষে আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।	১। উপমহাপরিদর্শক (সকল) ২। সহকারী মহাপরিদর্শক

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১	০২	০৩	০৪	০৫
				(প্রশাসন অধিশাখা)

২। সকলের সুস্থতা কামনা করে পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩১/১২/২০২৩

(সাইফ উদ্দিন আহমেদ)
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ০২-২২৬৬৬৪২০২
ই-মেইল: ig@dife.gov.bd

স্মারক নং- ৪০.০১.১০১.০০০০০.০৬.০১৫.১৭- ৪২৭ তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩

বিতরণ: জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)-

১। অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব), প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

৪-৮। যুগ্ম-মহাপরিদর্শক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

৯-১৭। উপমহাপরিদর্শক (সকল), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

১৮-৪৮। উপমহাপরিদর্শক (সকল জেলা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৪৯। স্টাফ অফিসার টু মহাপরিদর্শক, মহাপরিদর্শকের দপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫০। সহকারি মহাপরিদর্শক (সকল), প্রশাসন অধিশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫১। আইন কর্মকর্তা, আইন উপশাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫২। তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৩। পরিসংখ্যান ও গবেষণা কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

৫৪-৫৫। সহকারী মহাপরিদর্শক (সেইফটি)/শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি), (ফায়ার/ইলেক্ট্রিক্যাল/স্ট্রাকচারাল) টাস্কফোর্স কমিটি, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৫৬। LIMA সাপোর্ট টিম, প্রধান কার্যালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা

৫৭। জনাব সাব্বির আনোয়ার, শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), আইসিটি সেল, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) এবং

৫৮। অফিস কপি।

(মোঃ আবুল হাজ্জাত সোহাগ)
সহকারী মহাপরিদর্শক (প্রশাসন অধিশাখা)